https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

# সন্তোষকুমারের 'কানাকড়ি'র মন্মথ-সাবিত্রীর দাম্পত্য-দারিদ্র্য: কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের বিনির্মিত রূপ

*অরূপ কুমার পাল*[1]

AIJITR - Volume - 1, Issue - II, Nov-Dec 2024
Copyright © 2024 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

কথায় আছে, নদীর এক পাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে। ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই নদী এগিয়ে যায় নিজের ছন্দে। নদীর এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে বহমানতা। যার ফলে নদী আমাদের কাছে সব সময় নতুন রূপে ধরা দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও রয়েছে সেই ভাঙা-গড়ার খেলা। যার ফলে নির্মাণ হয়ে ওঠে বিনির্মাণ। সময়ের ব্যবধানে পাল্টে যায় নতুন ভাবনা-আঙ্গিক-রূপ। আর তারই মাঝে আমরা খুঁজে বেড়ায় পুরাতনের মধ্যে নতুনকে। নতুনত্বের খোঁজ চিরকালের। আর এই খোঁজ করতে গিয়েই বহু পথ বেরিয়ে আসে আমাদের কাছে। ছক ভেঙে নতুন পথের সন্ধানে আমরা খুঁজে পাই- বিনির্মাণকে। আর এজন্য অবশ্যই দরকার নিজের অন্তর্দৃষ্টি। যা কিনা নতুনের মোড়ক খুলে পুরাতন অথবা পুরাতনের মোড়ক খুলে নতুনকে কিংবা নতুনের মধ্য আরেক নতুনকে চেনাবে সকলের কাছে।
কালের নিরিখে সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কানাকড়ি'র মন্মথ-সাবিত্রী থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার সময়ের প্রেক্ষিতে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কিন্তু একটু সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে তা যেন নির্দিষ্ট কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। সহজেই আমরা চলে যেতে পারি বিশ শতক থেকে মধ্যযুগে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্পে চরিত্রের মধ্যে দাম্পত্য, দারিদ্র্য এবং সন্দেহবাতিক মনের টানাপোড়েন দেখা যায়। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কালকেতু ও ফুল্লরার মধ্যে সেই গুণ গুলি লক্ষ্য করা যায়। সময়কে না মেনে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে বিনির্মাণের আসল রহস্য। মধ্যযুগের কাব্যে দাম্পত্য, দারিদ্র্য এবং সন্দেহ প্রবণ মনের সঙ্গে এবং বিংশ শতাব্দীর চরিত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় সাদৃশ্যের সে দিক গুলি ফুটে ওঠে।

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের কালকেতু-ফুল্লরার চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে তৎকালীন অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। ''মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে। এই পরিবারকে কেবল বিচ্ছিন্ন পরিবারের অংশ হিসাবে কবিরা দেখতেন না।... কালকেতুর পরিবারের যে বর্ণনা পাই তা যে মধ্যযুগীয় সমাজ-বাস্তবতার একদিক বলার অপেক্ষা রাখে না।''[1]

'কানাকড়ি' গল্পের প্লট এবং চরিত্র নির্মাণ সন্তোষকুমার ঘোষের নিজের চোখে দেখা বিশ শতকের প্রতিচ্ছবি। গল্পের শুরুতেই কলকাতার আহিরিটোলা এলাকার গলির কথা রয়েছে। তৎকালীন কলকাতার চালচিত্র গল্পের বর্ণনাতে ফুটে উঠেছে। বীরেন্দ্র দত্তকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সন্তোষকুমার এই গল্প রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানিয়েছিলেন,''আমরা তখন কলকাতার একটি গলির ভাড়াটে। সেই বাসাবাড়ির পাশেই একটু ফাঁকা জায়গার ওপাশের ফ্ল্যাটে একটি বউ থাকত। রাতে বউটির স্বামী ওকে ভীষণ মারধোর করত বোধ হয়, প্রায় বেশির ভাগ দিনই চিৎকার, কান্না শুনতে পেতাম গভীর রাতে। আমার খুব খারাপ লাগত। মেয়েটির প্রতি একটা গোপন মমতা তৈরি হতে থাকে ক্রমশ। কিন্তু দিনের বেলা ওকে দেখে আমি অবাক হতাম। কেমন সুন্দর সেজেগুজে জানলায় বসে থাকত। আবার প্রায়ই পাউডার-স্নো মেখে ফিটফাট হয়ে বাইরে কোথায় যেত। ওর কথা ভেবেই 'কানাকড়ি'-র সাবিত্রীকে এঁকেছি। চরিত্রটা আমার খুবই চেনা।''[2]

মধ্যযুগে কালকেতু-ফুল্লরা দম্পতির সংসারে রয়েছে লৌকিকতার ছাপ। ছাপোষা বাঙালি স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে এদের নেই কোন পার্থক্য। তাঁদের ভাবনা, চিন্তা, স্বভাব, চরিত্র সব কিছুতেই মানবিক আবেদন রয়েছে। কিন্তু 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের

---

[1] *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
DOI (Crossref) Prefix: https://dx.doi.org/10.63431/AIJITR/1.II.2024.38-43
**AIJITR, Volume-1, Issue-II, November - December 2024, PP. 38-43.**
**Revised and accepted on 14th December 2024, Published: 31th December 2024.**

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জগত বলতে আমরা আধুনিক কালের জগতকে বুঝি, অথচ খোদ মধ্যযুগেই প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে ব্যক্তিবোধের স্বতন্ত্র আভাষ লক্ষ্যণীয়।...কালকেতু, ফুল্লরা...কাব্যের মধ্যে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছে।'[৩]

মধ্যযুগে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার সংসারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। বিবাহিত ফুল্লরার দুরন্ত, আত্মসচেতন এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক চরিত্র রূপে ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে। ফুল্লরা চরিত্রটি একাধিক ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কষ্ট সহিষ্ণু, ক্লান্তি নেই কিন্তু আত্মসম্মান নষ্ট হলে সে উল্টে গর্জে উঠে। চরম-দারিদ্র্যে নিত্য জেরবার ফুল্লরার মনের কথা ফুটে উঠেছে তার বারমাস্যা কাহিনীতে। সারা বছর কিভাবে সে সংসার চালায় তার নিঁখুত বর্ণনাও দিয়েছে স্বয়ং ফুল্লরা। বিয়ের পরও তার জীবনে সুখ নেই, কার্যত দুঃখই তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তাই ফুল্লরার গলায় দোষারোপের সুর শোনা যায় –

''কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।

কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ মায়।।''[৪]

সন্তোষকুমারের 'কানাকড়ি' গল্পে সাবিত্রী-মন্মথের সাংসারিক জীবনেও দারিদ্র্যতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাড়া ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি বেহালায় চলে যাওয়ার জন্য স্বামী মন্মথকে হুঁশিয়ারি দেয় সাবিত্রী। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার স্ত্রী সাবিত্রীর প্রতি যত্নবান নয় এবং সে জন্য একদিন বাপের বাড়ি থেকেই ভাড়া বাড়িতে উঠে আসার জন্য সাবিত্রীই মন্মথকে চাপ দিয়েছিল। আর সে জন্যই মন্মথ বলেন,''শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে না হয় পাছতলাতে থাকব, সেও সুখ।''[৫]

কালকেতু শিকার করে নিয়ে এলে ফুল্লরা সেই মাংস বিক্রি করতে হাটে যায়। কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের আর্থিক কষ্টের ছবি এখানে ফুটে উঠেছে-

''ফুল্লরা পসরা করে নগরে-চাতরে।

হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে।।

শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।

পণ দরে বেচে শিঙ্গা নেয় শিঙ্গাদারে।।''[৬]

মন্মথের চাকরি চলে যাওয়ার পর চিন্তায় পড়ে তার স্ত্রী সাবিত্রী। একের পর এক জায়গায় চাকরির আবেদন করেও কোন সাড়া মেলেনি মন্মথ-র। কী করে চলবে সংসার? তা নিয়ে ঘুম ছুটে যায় সাবিত্রীর। আর্থিক রোজগারের কোন কিছুর পথ না পেয়ে শেষমেষ মল্লিকার মাধ্যমে 'রেস খেলা'য় নামে সাবিত্রী। মল্লিকাকে পাঁচ আনা দিয়ে সাবিত্রী হাতে পায় আট আনা। এমনকি চায়ের সঙ্গে ফুলুরি-বেগুনি সাবিত্রীকে খেতে দেখে অবাক হয় মন্মথ। কিন্তু কোথা থেকে টাকা পেল সাবিত্রী তা জানার জন্য উৎসুক হয় মন্মথ। সাবিত্রী টাকার উৎস না বলায় বাঁকা পথে রোজগার বলে মনে করেন মন্মথ। স্ত্রীর রোজগারে খেতে চাই না মন্মথ। তাই তো মন্মথ সাবিত্রীকে বলতে পারে,'না খেয়ে থাকব সেও স্বীকার, তবু তোমার উর্পাজন খেতে চাইনে।'[৭] সংসারের নির্মম আর্থিক চিত্রটা ফুটে ওঠে,'পাতে শুধু কলমি শাক সেদ্ধ, আর কয়েক দানা মাত্র ভাত'[৮] দেখে। যদিও নিজের আর্থিক সমস্যার কথা প্রতিবেশিকে জানাতে চায় না সাবিত্রী। কিন্তু সাবিত্রীর খাবারের থালার সামনে মল্লিকা চলে আসায় সে আর ঢাকতে পারেনি।

প্রতিবেশি মল্লিকার আচার-আচরণ এবং তার বাড়িতে নিত্য নতুন পুরুষের আগমণ ভালো চোখে নেয়নি সাবিত্রী। গরম ভাতের থালায় হাওয়া করতে করতে মন্মথকে মল্লিকার বাড়িতে পুরুষদের আগমণের কথা বলছিলেন সাবিত্রী। তখন মন্মথ একমুঠো ভাত মুখে নিয়ে সাবিত্রীকে বলে,'তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পারে না।'[৯] মন্মথের একথা শুনে সাবিত্রীর মন ভরে গেল তার প্রতি স্বামীর ভরসা দেখে।


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা উল্টো ছবিটা দেখতে পাই। সেখানে দেবী চণ্ডী ছদ্মবেশ ধারণ করে কালকেতুর বাড়িতে উপস্থিত হলে ফুল্লরার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কালকেতুকে। কালকেতুর প্রতি ভরসা করতে পারে না ফুল্লরা। ফুল্লরার সন্দেহ বাতিক মনকে আশ্বস্ত করেছে শুধু তাই নয়, দেবীর প্রকৃত রূপ উন্মোচন করার চেষ্টায় চালিয়েছে কালকেতু –

‘‘একেলা যুবতী তুমি ছাড় নিজ ঘর।

উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর।।

বড়র বহুরী তুমি বড়লোকের ঝি।

বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোমার লাভ কি।।’’[১০]

এদিকে অফিস থেকে ছাঁটাই করেছে মন্মথকে। কিন্তু অন্যত্র কাজের সন্ধানে মন্মথ গেলে তাকে দরখাস্ত নিয়ে আসতে বলেন বড়বাবু। নিজের বিয়ের আংটটি খুলে সাবিত্রী মন্মথের হাতে দিয়ে বলল,‘কাল একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।’[১১] অভাব-অনটনের সংসারে কাজ নিয়ে চিন্তায় মন্মথ। কিন্তু স্বামীর প্রতি কতর্ব্যপরায়ণ সাবিত্রী নিজের অনামিকা আংটি খুলে বিক্রি করে দিতেও পিছপা হয় না।

এরই মাঝে মল্লিকা সাবিত্রীকে সিনেমায় নামার প্রস্তাব দেয়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই সাবিত্রী মল্লিকার প্রস্তাবে সায় দেয়। মল্লিকার অসুস্থতার কথা বলে এমনকি অন্ধকারে শশাঙ্কের পাশে বসে সিনেমা দেখতে যায় সাবিত্রী। কিন্তু মন সায় দেয় না সাবিত্রীর। স্বামীর ভরসায় যেন টাল খেল তার মন। বার বার দ্বন্দ্বে পড়ছে সাবিত্রী। শেষমেষ শশাঙ্ক সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বসল,‘আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই?’[১২] তারপর সাবিত্রী দেখলেন জলে নেমে শীতের কথা ভাবলে চলে না। নানা কথার মধ্য দিয়ে শশাঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন সাবিত্রীকে দিয়ে সিনেমার হিরোইনের অভিনয় করানো যাবে না। এদিকে রাতে বাড়ি ফেরার পর মন্মথ সাবিত্রীর কাছে নিচু স্বরেই জানতে চাইল,‘তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?’’[১৩]

একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েও কিছু আর্থিক সুরাহা করতে না পারায় বাঁকা কথা শুনতে হয় সাবিত্রীকে। যার ফলে যেমন মন্মথের কাছে সাবিত্রীর নিজের বিশ্বাস হারিয়েছে তেমনি শশাঙ্কের কাছেও নিজেকে প্রমাণ করতে না পারায় সাবিত্রী উভয়ের কাছে দ্বন্দ্বে পড়ে। গল্পের শেষে সাবিত্রীকে বলতে দেখা যায়,‘কাউকে কোনওদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।’[১৪] মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে আর্থিক সমস্যা কিভাবে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং মূল্যবোধের বিচ্ছেদের প্রতিচ্ছবি রয়েছে।

কালকেতু-ফুল্লরা সঙ্গে মন্মথ সাবিত্রীর সময়ের মিল না থাকলেও, দাম্পত্য সম্পর্কের অনেকাংশে মিল রয়েছে। সাবিত্রী প্রতিবেশী মল্লিকাদির কাছে নিজের অভাব অনটনের বিষয়টি লুকিয়ে রেখে মিথ্যা কথা বলে, রাতে মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি রাঁন্না করবে। তখন মল্লিকা রাতের জন্য একটু বাঁধাকপি তুলে রাখতে বললে সমস্যায় পড়ে সাবিত্রী। স্বামীর কাছে তার কাতর আবেদন –‘‘আমার মান বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। ...হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিয়ে এসো।’’[১৫]

স্ত্রীর বুদ্ধিতে চালিত হয়ে কালকেতু কলিঙ্গরাজের গুপ্তচর বৃত্তি করেছে এবং ধরা পড়েছে। তারপর আবার ব্যাধজীবনে ফিরে আসতে চেয়েছে। ট্র্যাজিক চরিত্র রূপে ফুটে উঠেছে কালকেতু। দেবী চণ্ডীর কাছে কালকেতুর আবেদন –

‘কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।

ধন লৈয়া চণ্ডি মোরে কর পরিত্রাণ।।’[১৬]

এখানে কাজ হারিয়ে মন্মথ যখন তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে সিনেমায় নামানোর কাজে ঢোকাতে চাইছে, তখন স্ত্রীর বুদ্ধিতে সেই সুযোগও হাতছাড়া হতে বসেছে। মন্মথ শ্লেষ মিশ্রিত উক্তি –‘মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভরবে।’[১৭]

নিজের হাতে রান্না করে সকলকে তা পরিবেশন করে। ঘরের কাজেও নিপুনাও ফুল্লরা। শ্বশুর-শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে দাম্পত্য জীবন কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ফুল্লরার জীবনে খেদ হল দরিদ্র স্বামী কালকেতুকে নিয়ে। শিকার না পেয়ে


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কালকেতু খালি হাতে ফিরে এলে ফুল্লরা খুশি হত না। একই ভাবে মন্মথ যখন বার বার চাকরির জন্য দরখাস্ত লিখেও কোন সাড়া পায়নি তখন মন ভারাক্রান্ত সাবিত্রীর। শেষমেষ সংসারের দু'মুঠো ভাতের জন্য হাল ধরতে হয় সাবিত্রীকে। যেতে হয় শশাঙ্কের সঙ্গে সিনেমায়। কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি সাবিত্রী। আর সাবিত্রীর মনকেও বুঝতে পারেনি মন্মথ-শশাঙ্ক-সমাজ। তাই তো গল্পের শেষে সাবিত্রী বলে ওঠে, ''এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কের কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনওদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।''[১৮]

মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বিশ শতকে মানুষের সামাজিক মর্যাদা বিচার করা হয় তার আর্থিক মানদণ্ডের বিচারে। বিশ শতকেও তার কোন বদল হয়নি। তাই তো সাবিত্রীর আবদারে বিরক্ত হয় মন্মথ, সে বলে – ''মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই। শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি,- তার ওপর এসব কী পাগলামি।''[১৯]

আখেটিক খণ্ডে যেমন 'বনিতা-পুরুষে'র কথা বলা হয়েছে। তেমনি 'কানাকড়ি' গল্পেও শশাঙ্ক নামক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। সেকালে নারীর বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। ফুল্লরার তার ক্রোধের ভাষা প্রতিবাদী সত্ত্বাকে জানান দেয়। উল্টোদিকে সাবিত্রীর প্রতিবাদী সত্ত্বাও প্রচ্ছন্ন ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ফুল্লরা নারী হয়েও পুরুষকে মূল্যায়ন করেছে। পুরুষকে সচেতন করেছে মূল্যবোধ, বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে। সাবিত্রীও এখানে মূল্যায়ন করেছে,'এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কের কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার।'[২০]

বীর কালকেতুর পরাজয় মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ও ভীত করেছে ফুল্লরাকে। তেমনি মন্মথের চাকরি চলে যাওয়ার পর সাবিত্রীও ভেঙে পড়েছে।

মধ্যযুগে বহু বিবাহ বা বহুপত্নী বা সতীনের ছড়াছড়ি। ফুল্লরা একথা সামাজিক দৃশ্য জানা থাকলেও নিজের স্বামীর সতীন হয়ে কারো থাকা মেনে নিতে পারেনি। পাপহীন কালকেতু তা পৌরুষত্বের দীপ্ত তেজে প্রতিবাদ জানিয়েছে। 'কানাকড়ি' গল্পে চাকরি না পেয়ে মন্মথের অভ্যন্তরীণ অহংকার মূর্ছা যায়। সাবিত্রী, শশাঙ্ক নামক এক ডিরেক্টরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। মূলত, সিনেমার ছোট কোন চরিত্রে কাজ আদায় করতে চায়। কোনরকমে যদি সংসারকে বাঁচানো যায়, তার খুকির জন্য একটু যদি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে; সেই চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার ভেতরের সংস্কার তার জীবিকা অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। 'সতীত্ব' সম্পর্কে তার বদ্ধমূল ধারণা তাকে পিছুটানের মধ্য দিয়ে আবদ্ধ করে ফেলে। তার অনমনীয় মনোভাব মন্মথর কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মন্মথ তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে শশাঙ্কের সঙ্গে যেতে বলেছে। মন্মথ বলতে লাগল,'ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে।'[২১]

একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় সাবিত্রী নিজেই। তাঁর স্বামী মন্মথ যে কতটা নিচে নামতে পারে তার হিসাব হয়তো কেউ কোনদিন চায়নি বা চাইবে না। এখানেই বিনির্মিত হল কালকেতু-ফুল্লরার চিরাচরিত দাম্পত্য আখ্যান। বিশ শতকের পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে না যেতে পারার অক্ষমতাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। কালের সম্মুখে মন্মথ একেবারে নতজানু করতে বাধ্য হয়েছে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মন্মথর যে চারিত্রিক পরিবর্তন তা আসলে বিশ শতকের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় চিত্র।

ফুল্লরার একাধিক উপদেশে স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা রয়েছে। নিজে সতীন না হয়েও সতীন মোকাবিলার পথ বাতলে দিয়েছেন আক্রমণাত্মক যুক্তি-বুদ্ধির উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। সাবিত্রীও শশাঙ্কের কাছে গেলে দূরে বসে ছিল। স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য অসীম অটুট রয়েছে। তাই মন্মথ রেগে যায় যখন কাজ না পায় সাবিত্রী। ফুল্লরার মধ্যে পাপ-পূণ্য, অধিকার অনধিকার নিয়ে দুঃখ। কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে কোন নৈতিক চরিত্র স্খলন প্রত্যক্ষ হয় না। বরঞ্চ প্রত্যক্ষ হয় কালকেতু বা ফুল্লরার পাশাপাশি মন্মথ-সাবিত্রীর চরিত্র স্খলনের দিকটি।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কথাবার্তার পাশাপাশি একে অপরের কথায় যে প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায় –'একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল। "[২২]

এই গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতার আলোড়ন মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।


Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীর গল্পের মধ্যে পৌরানিক প্রসঙ্গ নেই বরং বেশি পরিমাণে রয়েছে লৌকিক কাহিনী। 'কানাকড়ি' গল্পে তেমনই চরম বাস্তবিক জীবনের নানা ঘটনা মন্মথ-সাবিত্রীর মধ্যে সুপ্ত ভাবে লুকিয়ে ছিল। আপাত দৃষ্টিতে যা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ওই সুপ্ত ভাবে লুকিয়ে থাকার কাছাকাছি যেতে পারলে দেখা মিলতে পারে নতুন পথের। আর ওই পথ ধরে পিছিয়ে যাওয়া যায় মধ্যযুগেও। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ছোট্ট মধ্যযুগ সুপ্ত ভাবে লুকিয়ে থাকে। এই দ্বিবাচনীকতাকে আবিষ্কার করাই হল বিনির্মাণ।

**তথ্যসূত্র**

১। সম্পা: সন্দীপকুমার মণ্ডল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-৪৬।

২। দত্ত বীরেন্দ্র, সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬।

৩। সন্দীপকুমার মণ্ডল(সম্পাদনা), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-২৬।

৪। সন্দীপকুমার মণ্ডল(সম্পাদনা), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-৩৬৫।

৫। সন্তোষকুমার ঘোষ – গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ৭।

৬। সন্দীপকুমার মণ্ডল(সম্পাদনা), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-১৪৪।

৭। সন্তোষকুমার ঘোষ – গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ১৪।

৮। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ১৬।

৯। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ৬।

১০। সন্দীপকুমার মণ্ডল(সম্পাদনা), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-১৪৬।

১১। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ১৩।

১২। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ১৮।

১৩। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২০।

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
*(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)*
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৪। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২১।

১৫। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ৯।

১৬। সন্দীপকুমার মণ্ডল(সম্পাদনা), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭, পৃঃ-১৪৭।

১৭। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২০।

১৮। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২১।

১৯। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ৯।

২০। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২১।

২১। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ২০।

২২। সন্তোষকুমার ঘোষ - গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃঃ ৭।